দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

10

শিক্ষকরা চাহিলে নকল বন্ধ হইবে-ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশ লাগিবে না ..... শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (মঙ্গলবার) 'পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধে শিক্ষকদের দায়িত্ব' শীর্ষক এক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলিয়াছেন, অনেক শিক্ষক ছাত্রদের

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

নকলে সহায়তা করেন। শিক্ষকরা চাহিলে পরীক্ষায় ৯৯ ভাগ নকল বন্ধ হইবে। তখন পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের প্রয়োজন পড়িবে না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস ও সামাজিক চাপের কারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের নকলে সহায়তা করে। নকল ধরিতে গিয়া কোন শিক্ষক সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহাদের পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের বিধান রহিয়াছে।

বারডেম মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে এই সেমিনারে কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ একেএম জহিরুল ইসলাম, সরকারী কল্লেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আলী আকবর খান ডলার, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুইয়া, সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মোঃ ইসহাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে। পরীক্ষা কেন্দ্র থাকার সুযোগে কিছু স্কুল বাণিজ্য করে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ায়। আর পরীক্ষা কেন্দ্র পাওয়ার প্রধান উপায় হইল গাড়ী ভাংচুর। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার দরকার নাই। সেখানে তাহাদের কাজ নাই। অথচ তাহারা না থাকিলে নকল হয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসায় যে হারে নকল হয় অন্য কোথাও তাহা হয় না। ইহার কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিথিলতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত হইয়াছে মাদ্রাসা হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশী। আর বেশী হওয়ার কারণে মাদ্রাসার কোয়ালিটি কম।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ছেলেরা পকেটে পিস্তল নিয়া পরীক্ষার হলে যায়। তাই বলিয়া কি সেখানে নকল হয়? ঢাকায় নকল কম হয়। ভোটের কারণে রাজনৈতিক নেতারা নিজ এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা করে।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা প্রস্তুত। তিনি বলেন, আশা করি আমরা ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় আসিব। জনগণ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে।

মূল প্রবন্ধে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ৬ দফার একটি সুপারিশ উপস্থাপন করেন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে পর্যায়ক্রমে পাবলিক পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের উপর একটি জাতীয় কর্মশিবির করা, কোন পরীক্ষা কেন্দ্রেই যাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা না দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষাকে বাঁচাইতে হইলে এখনই পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিতে হইবে।